10508 - যলিহজ্জ মাসরে দনিগুলোতে সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর প্রদান

প্রশ্ন

ঈদুল আযহার সাধারণ তাকবীর সম্পর্কে জানতে চাই। প্রত্যকে নামাযরে শষে যে তাকবীর দয়ো হয় সটো কি সাধারণ তাকবীররে মধ্যে পড়বে; নাকি নয়? এই তাকবীর দয়ো কি সুন্নত; নাকি মুস্তাহাব; নাকি বদিাত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ঈদুল আযহার তাকবীর যলিহজ্জ মাসরে শুরু থকে ১৩ তারখি পর্যন্ত দয়ো শরয়ি বধিি। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পার। এবং নর্দিষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পারে"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] 'নর্দিষ্টি দনিগুলো' হচ্ছে- যলিহজ্জরে দশদনি। এবং যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: : "আর নর্দিষ্টি কয়কেট দিনি আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দনি। এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহ্কে স্মরণ করার দনি।"[সহহি মুসলমি। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে সনদবহিীন (মুয়াল্লাক) আমল উল্লখে করছেনে য, "তাঁরা দুইজন যলিহজ্জরে দশদনি বাজারে গয়িে তাকবীর দতিনে। তাদরে তাকবীর ধরে লোকরোও তাকবীর দতি"। উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) ও তাঁর ছলে আব্দুল্লাহ্ মীনার দনিগুলোতে মসজদিে ও তাবুতে তাকবীর দতিনে। তাঁরা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে। এতে করে তাকবীররে শব্দে মীনা প্রকম্পতি হয়ে উঠত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও একদল সাহাবীর আমল বর্ণতি আছে যে, তাঁরা আরাফার দনি ফজররে নামাযরে পর থকে ১৩ ই যলিহজ্জ আসররে নামায পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত নামাযরে শষে তাকবীর দতিনে। এটি হাজ-িনিন এমন ব্যক্তদিরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য। পক্ষান্তর, হাজীসাহবে ইহরাম করার পর থকে ঈদরে দনি জমরাতে আকাবাতে কংকর নক্ষিপে করা পর্যন্ত তালবয়িা পড়ায় মশগুল থাকবনে। এরপর তাকবীর দয়োয় মশগুল হবনে। উল্লখেতি জমরাতে প্রথম কংকরটি নক্ষিপে করার সময় থকে তনিি তাকবীর দয়ো শুরু করবনে। যদি তাকবীর বলার সাথে তালবয়িাও বলনে তাতে কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু আনাস (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছ: "আরাফার দনি কউে তালবয়িা দতি; আর কউে তাকবীর দতি; কাউকে বারণ করা হত না"।[সহহি বুখারী] তব, উল্লখেতি দনিগুলোতে মুহরমি ব্যক্তরি জন্য তালবয়িা পড়া উত্তম। আর হালাল ব্যক্তরি জন্য তাকবীর বলা উত্তম।

এ আলোচনার ভত্তিতে জানা যায় যে, আলমেদের বশিুদ্ধ মতানুযায়ী সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর যলিহজ্জরে পাঁচদনি একত্রতি হয়ে যায়। এ পাঁচদনি হল: আরাফার দনি, ঈদরে দনি ও তাশরকিরে তনিদনি। আর যলিহজ্জরে ৮ তারখি থকেে ১ তারখি পর্যন্ত সময়ে যে তাকবীর দয়ো হয় সটো ইতপির্ূবে উল্লখেতি আয়াত ও আছার এর ভত্তিতে সাধারণ তাকবীর; বশিষে তাকবীর নয়। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "আল্লাহর কাছে এ দশদনিরে চয়েে অধকি মহান ও আমল করার জন্য অধকি প্রয়ি আর কোন দনি নইে। সুতরাং তোমরা এ দনিগুলোতে বশেি বশেি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলল্লিাহ পড়" কংিবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবে বলছেনে।